যায়যায়দিন

তারিখ ... OCT ২ 2006 ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ...

ঢাবিতে দুই দিনে তি
দফা বোমা বিস্ফোরণ

ছাত্রলীগ কর্মীদের ছাত্রদলের পিটুনি

ইউনিভার্সিটি রিপোর্টার

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে গত দু'দিনে তিন দফা বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় ইউনিভার্সিটির এক ছাত্র ও দুই কর্মচারী গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল সেন্টার ও ঢাকা মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। এ ঘটনার জন্য ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ পরস্পরকে দায়ী করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, মঙ্গলবার রাত ১টার দিকে জসীমউদ্দীন হলের শহীদ মিনারের বেদির ওপর বিকট শব্দে একটি ককটেল বোমা বিস্ফোরিত হয়। ককটেলের আঘাতে সেখানে ঘুমিয়ে থাকা হলের দু'কর্মচারী হিরু ও আবদুর রহমান গুরুতর আহত হন। তাদের ঢাকা মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেয়া হয়। এ ঘটনার পরপর হলের ছাত্রদল নেতাকর্মীরা ছাত্রলীগ কর্মীদের ২০৮ নাম্বার রুমটি ভাংচুর করে। ওই হলের ছাত্ররা তখন আত্মরক্ষায় স্বেচ্ছায় হল ছেড়ে চলে যায়। এ সময় ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা হামলাকারী সন্দেহে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি প্রফেসর জামালউদ্দীনের গাড়ির ড্রাইভার শাহজাহানকে মারধর করে। তারা কর্মচারীদের কাছে হলের পেছনে টিনশেডের রুম ভাড়া দেয়া বন্ধের দাবিতে প্রভোস্টের পদত্যাগ দাবি করে। ছাত্ররা অভিযোগ করেছে, হলে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য তারা এটা বন্ধের দাবি জানালেও তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি। এরপর তারা হলের ভেতর একটি মিছিল বের করে প্রভোস্টের বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ করে।

এ ঘটনার পর ছাত্রদল ঢাকা ইউনিভার্সিটি সভাপতি হাসান মামুন ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ হলে আসেন। তারা উত্তেজিত নেতাকর্মীদের শান্ত হতে বলেন এবং সবাইকে রুমে ফিরে যেতে বলেন। এরপর ইউনিভার্সিটির ভিসি

প্রফেসর ড. এসএমএ ফায়েজ ও
প্রফেসর আ কা ফিরোজ আহমেদ হলে
ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের রুমে ফিরে
বলেন। কর্তৃপক্ষের আশ্বাস পেয়ে তারা
ফিরে গেলে ছাত্রদল নেতাকর্মীরা ত
ওপর হামলা করে। এতে ছাত্রলীগের
কর্মী আহত হন। এর ৩ ঘণ্টা পর প্র
প্রফেসর মাহবুবুর রহমান হলে গেলে
ছাত্রদল কর্মী এবং সাধারণ ছাত্রদের তো
মুখে পড়েন। এক পর্যায়ে ছাত্রদের সা
তিনি পদত্যাগের ঘোষণা দেন। মঙ্গ
রাতেই হলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতা
করা হয়।

এর জের ধরে প্রায় একই সময়ে জিয়া
ছাত্রলীগের দু'কর্মী তানভীর (৩য় বর্ষ
প্রশাসন বিভাগ) ও ইউসুফকে (লাই
সায়েন্স) ছাত্রদল কর্মীরা মারধর করে।

ওদিকে গতকাল দুপুর ১২টার দিকে
ক্যান্টিনের সামনে বিকট শব্দে আরে
বোমা বিস্ফোরিত হলে মুহসীন হ
আবাসিক ও মার্কেটিং বিভাগের দ্বি
বর্ষের ছাত্র ইকবাল গুরুতর আহত
তাকে দ্রুত ইউনিভার্সিটির মেডি
সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। এর পর
ছাত্রলীগ এ হামলার জন্য ছাত্রদলকে
করে ক্যাম্পাসে একটি বিক্ষোভ মিছিল
করে। তারা মিছিল নিয়ে ভিসি অফি
সামনে গিয়ে বিক্ষোভ করে। এ স
ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা অফিসের সাম
ফুলের টব ভাংচুর করে। তারা বাইরে থে
ভিসির বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়। পরে ছাত্রলী
সিনিয়র নেতারা ভিসির সঙ্গে দেখা করে
বিরুদ্ধে ছাত্রদলকে প্রশ্রয় দেয়ার অভি
করেন। তারা ভিসিকে বোমা হামলাকারী
মদদদাতা হিসেবে আখ্যায়িত করে ক্যাম্প
সহাবস্থানের ব্যাপারটি নিশ্চিত করার আহ
জানান। ভিসি এ বিষয়ে তাদের ব্যবস্থা নে
আশ্বাস দেন।